এ এম পি বৈশাখী-র ভিত্তিপ্রস্তর

এই রকম আরও অনেক বাজার তৈরি হবে সল্টলেকে ঃ সুভাষ

ছবি ঃ অম্বরীশ শ্যামলদা

মঞ্চে সুভাষ চক্রবর্তী, অমিতাভ নন্দী, সুব্রত সেন, বিশ্বজীবন মজুমদার, ইলা নন্দী, নন্দগোপাল ভট্টাচার্য প্রমুখরা।

নিজস্ব প্রতিনিধি, সল্টলেক ঃ ৩০ বছর পর একটি অত্যাধুনিক বাজার এবং ব্যবসায়িক কমপ্লেক্স উপহার পেতে চলেছে সল্টলেকের বৈশাখী ও তার আশেপাশের বাসিন্দারা। প্রসঙ্গত, দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে বৈশাখীতে অস্থায়ী বাজার গড়ে উঠেছিল। নানারকম টাল বাহানার মধ্যে দিয়ে ব্যবসা করতে হত দোকানদারদের। অবশেষে একটা নির্দিষ্ট ঠিকানা পেতে চলেছে ব্যবসায়ীরা। ওই একই জায়গার সঙ্গে আরও কিছু জমি নিয়ে মোট ৪১ কাঠা জুড়ে গড়ে উঠছে আধুনিক বাজার। পুরসভার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বাজারটি তৈরি করবে তাভেরিয়া মেহেরিয়া কন্সরটিয়াম।

গত ২৭এপ্রিল বাজারটির ভিত্তি প্রস্তর অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে ক্রীড়া ও পরিবহনমন্ত্রী একটু ক্ষোভের সুরেই বলেন, 'আমার এই ধরণের ভাবনা চিন্তা আগেও বহুবার উপেক্ষিত হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, এই রকম আরও বাজার বিধাননগরের বুকে তৈরি হবে। সাংসদ অমিতাভ নন্দী বলেন, 'এখানে শতকরা ৮০ শতাংশ মানুষ ওপার বাংলা থেকে এসেছেন। এঁদের মধ্যে উন্নয়নকে ঘিরে একটা আন্দোলন তৈরির ইতিহাস বরাবরই দেখা গেছে।' বিধাননগর পুরসভার চেয়ারম্যান পারিষদ নন্দগোপাল ভট্টাচার্য জানান, বাজার তৈরির জন্য রাজ্যসরকারের নগরোন্নয়ন দপ্তর থেকে এই জায়গা কেনা হয়েছে। পুরনো ব্যবসায়ীরা নতুন বাজারে অবশ্যই জায়গা পাবেন। টাকার বিনিময়ে হলেও পুরসভা এক্ষেত্রে কোনও লাভ করবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ১৯ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে পাশের লাগোয়া একটি জায়গায় পুরসভার পক্ষথেকে আপাতত চারদিক টিনের ঘেরা এবং মেঝে পাকা একটি অস্থায়ী বাজার করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে ২১০ টি স্টলে দোকানদাররা ব্যবসা করছেন। স্টলের জন্য তাঁদের কোনও ভাড়া দিতে হচ্ছে না।

এদিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধাননগর পুরসভার চেয়ারম্যান বিশ্বজীবন মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারপার্সন ইলা নন্দী, নবদিগন্ত-র চেয়ারম্যান সুব্রত সেন, মহকুমা শাসক অশোক দাশ, চেয়ারম্যান পারিষদ রাধানাথ চাঁদ, তপন তালুকদার বাজার কমিটির সম্পাদক অসীম সরকার প্রমুখ।

শস্তু পেপার মার্ট-এ শুরু হল প্রথম কাগজ বিক্রি